ইসলামের খলীফা

অ-আহমদী অতিথিগনের প্রতি বিশেষ সম্ভাষন

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায়
পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর
অতুলনীয় প্রচেষ্টা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক
জার্মান অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, দ্বিতীয় দিন, জলসা সালানা জার্মানী, ৬ই জুন ২০১৫ খ্রী.

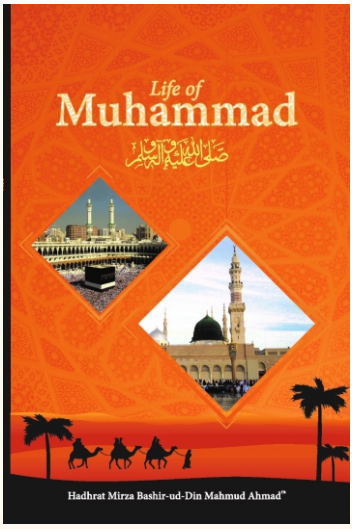

মক্কায় উত্থিত একটি নির্জন কণ্ঠ, ঐশী আদেশের অধীনে যা মানবজাতিকে একেশ্বরের উপাসনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল এবং ঘোষণা দিয়েছিল যে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমেই মানবজাতি ইহজগতে এবং পরকালেও সত্য মর্যাদা, সম্মান অর্জন, সমৃদ্ধি এবং সুখ লাভ করবে।

সেই কণ্ঠস্বরটিই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) - এর, যিনি ছিলেন নবীগণের মোহর। এই জনপ্রিয় জীবনীতে, হযরত মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন আলেখ্য একটি সহজবোধ্য লেখণীতে তুলে ধরেছেন।

অনলাইনে এখানে পড়ুন :
http://www.alislam.org/library/books/Life-ofMuhammad.pdf

এখান থেকে সংগ্রহ করুন :
noorulislam@qadian.in

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল ইসলামের মধ্যে একটি প্রগতিশীল, ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নবজাগরণের অংশবিশেষ। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জামাত আজ লক্ষাধিক সদস্য সহ বিশ্বের ২১২ টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত। এর বর্তমান সদর দফতর যুক্তরাজ্যে অবস্থিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হ'ল একমাত্র ইসলামী সংগঠন যে বিশ্বাস করে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মসীহ্‌রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮) কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। আহমদ (আ.) দাবী করেছেন যে তিনিই সেই ঈসা, ঐশী পথপ্রদর্শকরূপে রূপক ভাবে যাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটাতে, রক্তপাত বন্ধ করতে এবং নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র আগমনে ইসলামী পুনর্জাগরণের এক অভূতপূর্ব স্বর্ণালী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তিনি (আ.) ধর্মান্ধ বিশ্বাস এবং রীতিগুলির উপর ইসলামের সত্যতা এবং অপরিহার্য শিক্ষার বিজয় দান করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মহান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাতাগণ যথাক্রমে জরথুস্ত্র (আ.), আব্রাহাম (আ.), মূসা (আ.), যীশু (আ.), কৃষ্ণ (আ.), বুদ্ধ(আ.), কনফুসিয়াস, লাও তেজু এবং গুরু নানক (রা.) সহ সকল মহান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধুগণের মহৎ শিক্ষাগুলিকেও স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই জাতীয় শিক্ষাগুলি কীভাবে ইসলামের একমাত্র সত্যতাকে প্রতিপন্ন করেছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হ'ল শীর্ষস্থানীয় একটি ইসলামী সংগঠন যা কোনওরকম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। এটি সর্বস্তরে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সমন্বয়, আন্তঃধর্মীয় শান্তি এবং উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

ভূমিকা

৬ জুন ২০১৫ শনিবার, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ জার্মানির আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ৪০তম বার্ষিক কনভেনশনের (জলসা সালানা) দ্বিতীয় দিনে ১,০০০ এরও বেশি অ-আহমদী অতিথিদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইসলাম যে কোনো ধরণের চরমপন্থা বা সহিংসতাকে সমর্থন করে এমন অভিযোগকে খণ্ডন করার জন্য তিনি পবিত্র কুরআন থেকে সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তাঁর ভাষণ শুরু করেন এই বলে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচেষ্টা ছিল "অতুলনীয়"। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদকে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা প্রেরণ করেছিলেন।

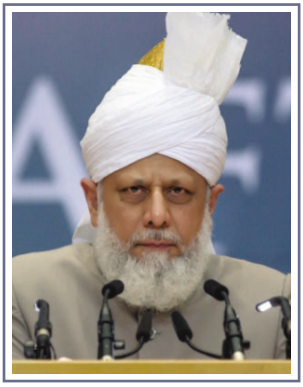

তাশাহুদ, তাউয ও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করার পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.), খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম বলেন:

“হে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু, আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম, আমি আমাদের সকল অ-আহমদী অতিথিবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যারা আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন।

আজ, আমার ভাষণে, আমি সংক্ষেপে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর অতুলনীয় প্রচেষ্টার কথা বলব। এই কথা শুনে আপনি হয়তো আশ্চর্য বা বিস্মিতও হতে পারেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে যে আজ আমরা অনেক তথাকথিত মুসলমানকে দেখছি যারা বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করছে এবং যারা পবিত্র কুরআন ও পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে তাদের চরমপন্থী কর্মকান্ডকে বৈধতা প্রদান করতে চাইছে। যেহেতু তারা সবচেয়ে বর্বর কায়দায় সন্ত্রাস ও সহিংসতা করে, তাই তারা ক্রমাগত দাবি করে যে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করছে।

আপনাদের বিস্ময় আরও বাড়বে যখন আপনারা শুনবেন যে তথাকথিত মুসলমানদের দ্বারা বিশ্বে যে বিশৃঙ্খলা ও চরমপন্থা সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাস এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি আহমদী মুসলমানের বিশ্বাস

আহমদী মুসলমানরা যখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং সবার জন্য ভালোবাসার শিক্ষা প্রচার করে, তখন তারা নতুন কিছু উপস্থাপন করে না বরং শুধুমাত্র ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই প্রকাশ করে। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম হ'ল শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং সহানুভূতির ধর্ম।

বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। সম্ভবত আপনি এতে বিভ্রান্ত হবেন এবং আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে কেন আহমদী মুসলমানদের বিশ্বাস অন্য কিছু মুসলমানদের চরমপন্থী কার্যকলাপ দেখে বেড়ে যায়। এমনকি আপনারা মনে করতে পারেন বা সন্ত্রস্ত হতে পারেন এই ভেবে যে আহমদী মুসলমানরা হ'ল সেই সব মুসলমানদের মতো যারা চরমপন্থাকে সমর্থন করে। যাইহোক, এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বা বিশ্বাস হবে।

যাইহোক, আমি প্রথমেই এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আহমদী মুসলিমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাতে তাদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং তারা যা প্রচার করে তা পালন করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে থাকে। আমরা আমাদের অন্তঃকরণ থেকে একই এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বলে আমরা আমাদের অন্তরে যা বিশ্বাস করি সে অনুযায়ী জীবনযাপন করি। আমি এটাও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আহমদী মুসলমানরা যখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং সবার জন্য ভালোবাসার শিক্ষা প্রচার করে, তখন তারা নতুন কিছু উপস্থাপন করে না বরং শুধুমাত্র ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই প্রকাশ করে। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম হ'ল শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং সহানুভূতির ধর্ম।

নিশ্চিতভাবেই, এটি শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষার কারণে, আহমদী মুসলমানরা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি প্রদর্শন করে, তা সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। আর শুধুমাত্র ইসলামের কারণেই আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি কামনা করি এবং তা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমি আগে যা বলেছি তার

পরিপ্রেক্ষিতে, আমি এই আপাত ধন্দ বা দ্বিধা নিয়ে আপনাদেরকে অযথা বিভ্রান্তি বা কৌতূহলের মধ্যে রাখতে চাই না - যেখানে একদিকে আহমদী মুসলিমরা বলে যে তারা অন্য মুসলমানদের চরমপন্থী কাজের নিন্দা করে, আবার অন্যদিকে তারা বলে যে এই ধরনের কাজ ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির একটি উপায়।

বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, আমি ঘড়ির কাঁটা ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর সময়ে নিয়ে যেতে চাই। সে সময় তিনি পরবর্তিকালীন সময় সম্বন্ধে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেছিলেন, একটা সময় আধ্যাত্মিক অমানিশা মুসলমানদেরকে গ্রাস করবে এবং তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হয়ে উঠবে। এমন সময়ে মুসলমানদের কাজ হবে ইসলামের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি সাবধান করেন যে, তথাকথিত নামধারী মুসলিম আলেম ও নেতারা ইসলামের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অপব্যাখ্যা করবে এবং তাদের মানসিকতা কেবল বিশৃঙ্খলা ও অবিচারের বিস্তার ঘটাবে। যাইহোক, মুসলমানদের হতাশ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করার পর, মহানবী (সা.) এই সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, এমন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সময়ে, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং এর প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এক মহান ব্যক্তিত্বকে প্রেরণ করবেন। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী (পথপ্রদর্শক) হিসাবে প্রেরিত হবেন এবং সারা বিশ্বে ইসলামের মূল শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি মানবজাতিকে ইসলামের প্রকৃত আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত করবেন।

আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উভয় অংশই পূর্ণ হয়েছে। যেখানে একদিকে ইসলামকে কলুষিত করা হয়েছে এবং এর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীকে মহান আল্লাহ্ তাআলা প্রেরণ করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)- এর সুমহান ব্যক্তিত্বে। তাঁর জীবনকালে তিনি (আ.) প্রকৃত ইসলামের উপর একটি উজ্জল জ্যোতি প্রজ্জলিত করেছেন এবং এর সুমহান শিক্ষা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে মহানবী (সা.) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির ইতিহাসে শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ দূত এবং পথপ্রদর্শক। অতএব, এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার কারণে আজ তথাকথিত মুসলমানদের জঘন্য কর্মকান্ড দেখে আহমদী মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

এই ভূমিকার পর, আমি এখন সংক্ষেপে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে চাই যা বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর অতুলনীয় প্রচেষ্টাকে প্রদর্শন করে। একটি মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়েছিলেন তা হ'ল বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মানসিকতা এবং অগ্রাধিকার ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যদিও এটা সত্য যে অধিকাংশ মানুষ শান্তি কামনা করে, এটাও সত্য যে অনেক মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের শান্তি এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্যের কল্যাণের প্রতি তাদের সামান্যতম বা কোনও গুরুত্ব নেই। মানব মনোবিজ্ঞানের একটি অধ্যয়ন প্রকাশ করে যে প্রতিটি ব্যক্তি যখন চায় যে সে শান্তিতে এবং তৃপ্তিতে বাস করুক, তখন বেশিরভাগ মানুষ চায় না তাদের প্রতিপক্ষ বা শত্রুরা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করুক।

এটাও সত্য যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের শান্তিকে মূল্য দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু লোক শুধুমাত্র তাদের নিজেদের হৃদয় ও মনের শান্তি এবং তৃপ্তির কথা চিন্তা করে। কেউ কেউ তাদের পরিবারের শান্তিকে অগ্রাধিকার দেয়, অন্যেরা তাদের আশেপাশে শান্তি কামনা করে। কিছু লোক তাদের শহর বা শহরের শান্তিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং অন্যরা তাদের জাতির শান্তি কামনা করে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহের বাইরে, বিভিন্ন শহরে বা জাতিতে বসবাসকারীদের সাথে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অনেক লোকেরই কোনো মাথাব্যাথা নেই। তারা বিশ্বের অন্যান্য অংশের লোকেদের প্রতি সহানুভূতি বা ভালবাসা অনুভব করে না যারা কষ্ট পাচ্ছে বা পরীক্ষা ও ক্লেশের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রাথমিক যুগে, এই সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতির অভাব ন্যায্য হতে পারে কারণ বিভিন্ন সমাজ এবং জাতি এখনকার মতো পরস্পর সংযুক্ত ছিল না। যোগাযোগের মাধ্যম অনেক বেশি সীমিত ছিল এবং এক দেশ বা অঞ্চলের পরিস্থিতির খবর অন্য দেশে পৌঁছতে একটা সুদীর্ঘ সময় লেগে যেত। মধ্যবর্তী সময়ে, খবর প্রায়ই পুরানো হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি আবার পাল্টে যায়। এইভাবে, সেই সময়ে অন্যদের ব্যথা অবিলম্বে অনুভব করা এবং দূরবর্তী অঞ্চলের লোকদের সাহায্য করার চেষ্টা করা খুব কঠিন ছিল। যাইহোক, আজ পৃথিবী অনেক আলাদা এবং একটি বৈশ্বিক পল্লিতে পরিণত হয়েছে। তথাপি, যদিও বিশ্ব একত্রে যোগদান করেছে এবং দূরত্ব এবং যোগাযোগের বাধাগুলি অপসারিত হয়েছে, তবুও এখনও অস্বীকার করা হচ্ছে যে আমরা সবাই একসাথে যুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে যে মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকার

পরিস্থিতি ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার মানুষের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। একইভাবে, অস্ট্রেলিয়া বা সুদূর প্রাচ্যে বসবাসকারী অনেক মানুষ অবিরত বিশ্বাস করে যে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা, যেমন ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ, তাদের জীবনযাত্রা তাদের দেশে কোন প্রভাব ফেলবে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটি বিশ্বাস রয়ে গেছে যে আমরা আজ যে ক্রমবর্ধমান ব্যাধি এবং অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছি তা প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এর প্রভাব আরও বিস্তার লাভ করবে না।

যাইহোক, এটি বলার পরে, একটি ব্যাপকভাবে আলোচিত সমস্যা রয়েছে যা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহানুভূতিশীলতার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আমি যে সমস্যাটি উল্লেখ করছি তা হ'ল অভিবাসন এবং ঐক্যবদ্ধতার বিস্তৃত সমস্যা। বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভিবাসী সম্প্রদায়ের তরুণদের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা বেড়েছে। এর মধ্যে কিছু হতাশা এমনভাবে ফুটে উঠছে যে কিছু তরুণ অভিবাসী উগ্রবাদী হয়ে উঠেছে এবং চরমপন্থী দলে যোগ দিয়েছে। এটি একটি সত্যিকারের ভয়ের কারণ, কারণ উন্নত দেশগুলি বুঝতে পারছে যে তাদের নিজেদের যুবকদের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা খুব নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং এটি তাদের জাতির জন্য একটি বড় বিপদ।

এর প্রতিক্রিয়ায়, উন্নত বিশ্বের সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এশীয় বংশোদ্ভূত মানুষের জীবনে বিধিনিষেধ আরোপ করতে চলেছে এই বিশ্বাসে যে এটি স্থানীয় সমাজ এবং স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। যাইহোক, এটি ভুল পদ্ধতি এবং এই গুরুতর সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান নয়। বরং যা প্রয়োজন তা হ'ল, একটি বাস্তব ও সর্বাঙ্গীণ সমাধান। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই যে ইসলামের মহানবী (সা.) আমাদের এই সমস্যা থেকে উত্তরণের দিশা নির্ধারণ করেছেন।

তাঁর জ্যোতির্ময়ী শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে তিনি আমাদের শান্তির সূবর্ণ কুঞ্জি তুলে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে শুধুমাত্র জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বা শুধুমাত্র বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে বিশ্বশান্তি অর্জন করা যায় না। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষের জন্য, সে মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক না কেন, বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকার এবং ঘৃণা ও হতাশার জ্বলন্ত শিখা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতিকে তার স্রষ্টাকে চিনতে হবে

এবং তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মহানবী (সা.) আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন যে এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমানরা নিজেরাই তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাবে এবং পরম সত্তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবে না এবং তাদের ঈমানকে কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারা ধন্য করবে। একইভাবে, অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও মহান সেই পরম সত্তাকে চিনতে ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে, ধর্মে অবিশ্বাসকারীরা তারা এমনকি পরম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতেও অসমর্থ হবে।

আর মহানবী (সা.) যে পরম সত্তার কথা বলেছেন, তিনি হলেন আল্লাহ্ তাআলা যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা। সেই আল্লাহ্ তাআলা, যিনি তাঁর বহু গুণাবলীর মধ্যে 'সালাম'- এটাই 'শান্তির উৎস'। এইভাবে, পবিত্র কুরআনের ৫৯ নং সূরার, ২৪ নং আয়াতে, আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন যে তাদের উচিত সেই খোদা তাআলার প্রতি আত্মনিয়োগ করা যিনি সার্বভৌম, পবিত্র এবং শান্তির উৎস। 'সালাম'-এর অর্থ হ'ল, যিনি বিশ্বকে শান্তিপ্রদান করেন এবং সেই জ্যোতি যা থেকে সমস্ত শান্তি নির্গত হয়।

এইভাবে, সমস্ত শান্তির প্রকৃত উৎস হিসাবে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত মানবজাতির জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির অস্তিত্ব কামনা করেন। পিতা-মাতা যেমন তাদের সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করা এবং বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করা পছন্দ করেন না, তেমনি মহান আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা বিবাদ পছন্দ করেন না। পিতামাতা সর্বদা তাদের সেই সব সন্তানদের বেশি ভালোবাসেন যারা শান্তিপ্রিয় এবং স্বভাবে উত্তম। এবং একইভাবে, দেশের আইন যারা শান্তিপ্রিয় তাদের পক্ষে।

একইভাবে, আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ভালোবাসেন যারা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং শান্তিপ্রিয়। যদি আমরা এই বিষয়টির উপর চিন্তা করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তথাকথিত মুসলিম যারা চরমপন্থী মতাদর্শের অনুসারী তারা সম্পূর্ণ ভুল যখন তারা দাবি করে যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে তরবারির জেহাদে বা রক্তপাতের সাথে জড়িত করতে চান।

মহানবী (সা.)-এর সময়ে সংঘটিত যুদ্ধগুলোকে সঠিক প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে। এটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে ইসলামের প্রাথমিক কয়েকটি বছরে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা সবচেয়ে নিষ্ঠুর নিপীড়ন এবং নির্দয় বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন। বছরের পর বছর সংযমের পর, মহানবী (সা.)-কে অমুসলিম হানাদারদের বিরুদ্ধে

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা অনুমতি দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের ২২ নং সূরা, ৪০ নং আয়াতে এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি অনুমতি দিচ্ছেন কারণ মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাই তাদের কাছে প্রতিক্রিয়া জানানো এবং আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

কেন একটি প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, পরের আয়াত - ৪১ নং আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা স্পষ্ট করেছেন। সেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, নিষ্ঠুর হানাদারদের দ্বারা মুসলমানদের তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং যদি তিনি (সা.) তাদের অত্যাচারীদের প্রতিহত করার অনুমতি প্রদান না করতেন, তখন তাদের অত্যাচার এবং বলপ্রয়োগ থেকে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না। মুসলমানরা যদি আত্মরক্ষা না করত তাহলে ধর্মপ্রাণ মানুষ বা অন্য কেউ নিরাপত্তায় থাকতে পারবে না।

একই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মুসলমানরা যদি আত্মরক্ষা না করত, তাহলে কোনো গির্জাও নিরাপদ থাকত না, সিনাগগও থাকত না, মন্দিরও থাকত না এবং মসজিদও থাকত না- যদিও এগুলো ছিল উপাসনার স্থান যেখানে মানুষ আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন ঘোষণা করতে, শান্তির প্রসার করতে এবং তাদের হৃদয় ও মন থেকে সব ধরনের কলুষতা দূর করার মানসে একত্রিত হত। অতএব, যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের অত্যাচারী হাত বন্ধ করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছিলেন, অন্যথায় সমস্ত উপাসনালয় এবং বিশ্বের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেত।

এইভাবে, আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে শুধুমাত্র নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের অবসানের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র। যারা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাদের থামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যারা ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তি ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাদের থামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবং এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নয়, বরং সমস্ত ধর্ম এবং সকল প্রকার মতাদর্শকে রক্ষা করার জন্য।

আমরা এই আয়াত থেকে আরও জানতে পারি যে, মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মের

উপাসনালয়গুলিকে শান্তির আলোকবর্তিকা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, ভালবাসা এবং সহানুভূতির শিক্ষার প্রসার করার জন্য। কখনও চরমপন্থা বা বিদ্বেষের প্রচার করার জন্য নয়। অধিকন্তু, পবিত্র কুরআনের ৮ নং সূরা, ৬২ নং আয়াতে, আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে সত্যিই একটি অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা প্রদান করেছেন যা যুদ্ধ বা সংঘাতের সময়েও কীভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হয় সে সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দিক নির্দেশিকা প্রদান করে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে আপনার শত্রু যদি এগিয়ে আসে এবং শান্তি বা সমঝোতার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয় তবে আপনাকে অবশ্যই বিলম্ব না করে তা মেনে নিতে হবে এবং তারপরে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। এইভাবে, মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, শত্রুরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে বা তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আন্তরিক নয় এটা অনুমান করার চেয়ে বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা উচিত। আল্লাহ্ শিখিয়েছেন যে মুসলমানদের সর্বদা যেখানে সম্ভব অন্যদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত এবং এমনকি যারা ধার্মিক নয়, যারা খোদা তাআলায় অবিশ্বাস করে বা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শান্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুসলিমদেরকে পৃথিবীর সম্প্রীতির স্বার্থে শান্তি রক্ষার যে কোনো সুযোগকে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দান করেছেন। এছাড়া, মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের ৪১নং সূরা, ৩৫নং আয়াতে প্রদত্ত ঐশী আদেশটি সম্পর্কেও অবগত করেছেন, যেখানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন যে, শান্তির জন্য আপনার উচিত মন্দের জবাব শুধুমাত্র উদারতা এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে দেওয়া। এর পেছনে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হল, আপনি যদি ঘৃণার জবাব ভালবাসা দিয়ে দেন তাহলে শত্রুতা ও বিভেদের গভীরতা থেকে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

কি অসাধারণ এই শিক্ষা! নিঃসন্দেহে, এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে মহানবী (সা.) শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। আমি মাত্র কয়েকটি এখানে বর্ণনা করেছি। সেগুলি প্রমাণ করে যে ইসলামের খোদা তাআলা - তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ - যিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য শান্তি, করুণা এবং ভালবাসা চান।

অতএব, যারা বিশ্বাস করে যে ইসলামের শিক্ষা চরমপন্থা বা বিদ্বেষকে উৎসাহিত

করে, তাদের উচিত তাদের হৃদয় ও মন থেকে এই ধরনের ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণাগুলি একবারে নির্মূল করে দেওয়া। আজ আমরা যে অকারণ রক্তপাত ও সহিংসতা দেখতে পাচ্ছি তার জন্য ইসলাম বা এর শিক্ষা দায়ী নয়; বরং এটা কিছু তথাকথিত মুসলমানদের কর্মকান্ডের ফল, যারা ঘৃণা ও স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ এবং যারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামের প্রকৃত মর্মকে কলুষিত করেছে।

আজ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার অনুযায়ী, একমাত্র আহমদিয়া মুসলিম জামা'তই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে আলোকিত করে চলেছে। এই কারণেই প্রতি বছর কয়েক হাজার শান্তিপ্রিয় মানুষ মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে থেকে আহমদিয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দিচ্ছে। তারা আহমদী মুসলমান হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় এবং প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি লাভের জন্য।

তারা সেই হতাশ লোকেদের মত নয়, যারা তাদের আবেগ বা প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে চরমপন্থী দলে যোগ দিচ্ছে যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ইসলামের পবিত্র নাম বদনাম করছে। যদিও আজ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা আহমদী মুসলমানরা হতাশ বা নিরাশ হই না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা সফল হব এবং তাই একদিন ইসলামের বাস্তবতা বিশ্বে উদ্ভাসিত হবে এবং এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সমস্ত জাতির লোকেরা বুঝতে পারবে।

এই কথাগুলোর সাথে, আজকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আমার যা বলার ছিল তা শোনার জন্য আমি আবারও আপনাদের সকলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে চাই। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলকে মঙ্গল করুন। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।"

ভাষান্তর : সাজিদা খাতুন; কাদিয়ান

(Bengali)

Today, according to the Promises of God Almighty, it is the Ahmadiyya Muslim Community alone that is enlightening the world with the true teaching of Islam

আজ, সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলার অঙ্গীকার অনুযায়ী, একমাত্র আহমদিয়া মুসলিম জামা'তই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে আলোকিত করে চলেছে।

© Islam International Publications Ltd.

Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. 143516-Punjab, India

Published in India in 2022 by Nazarat Nashr-o-Isha'at Qadian.

Copies 1000

Printed in India @ Fazl-e-Umar Printing Press Qadian.

For further information Please Visit:

www.alislam.org | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in | www.mta.tv

Feedback : www.ahmadiyyamuslimjamaat.in/feedback

Noor-ul Islam Toll Free Number 1800 103 2131 (9:00 am to 10:30 pm)

/islaminind /islaminind /+islamineindia /islaminindia /c/islaminindia

official blog: www.lightofislam.in

Muslim Television Ahmadiyya International

(www.mta.tv)

Satellite: Asia sat 7s, Degree:105.5 East, Frequency 3760H Symbol Rate: 26000 EFC:7/8